পর্য্যন্ত সৎসঙ্গলাভে সেই বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক কায়, বাক্য এবং মনে সকল ইন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, দেহাভিনিবেশে যে সকল কর্ম্ম করিবে এবং স্বাভাবিক যে সকল কর্ম্ম করিবে, সে সকল কর্ম্মই পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকেই অর্পণ করিবে। এই তিনটি শ্লোক শ্রীকবি যোগীন্দ্র উত্তমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো "বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

এই শ্লোকটিতে "বুধ আভজেত্তং" অর্থাৎ বিজ্ঞজন সেই মায়ানিয়ামক পরমেশ্বরকেই সম্যক্ ভজন করিবে এবং "ভক্ত্যৈকয়েশং" এই পদে একান্ত-ভক্তিতে তাঁহাকে ভজন করিবে, এইরূপ উক্তিতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—জ্ঞানাদ্যমিশ্রা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণাভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। আর "একয়া" ভক্তির এই বিশেষণটি থাকাতে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যভিচারিত্বও প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রথম অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যদ্যপি কায়, মন, বাক্য এবং সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা করিবে, সে সকল শাস্ত্রীয় ও লৌকিক কর্ম্মেরও ভগবানে অর্পণ করিলে, সেই সকল কর্ম্মও ভাগবতধর্ম্মের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাও ভাগবতধর্ম্মমধ্যে গণিত হয়। এই পূর্ব্ববাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ সার্ব্বদিকত্বও সম্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বদাই জীবের কর্ম্ম করা স্বভাব আছে, তথাপি কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণাভক্তিই সর্ব্বদা করিবে। এই বাক্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। সেইজন্য সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণাভক্তির অব্যভিচারিত্ব অর্থাৎ সার্ব্বদিকত্ব এবং কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে, অন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবে না। যে প্রকারে সর্ব্বদা সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানটি করিতে পারা যায় এবং কেবলমাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানেই থাকিতে পারা যায়, সেই বিষয়ের উপায় পরের দুইটি শ্লোকদ্বারা শ্রীকবি যোগীন্দ্রই বলিতেছেন। তন্মধ্যে যাহাতে সর্ব্বদাই শ্রীভগবানে চিত্ত ধরিয়া রাখিতে পারা যায়, লয় ও বিক্ষেপাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ হইতে চিত্ত বিচলিত না হয়, তাহারই উপায় প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন। যাহার চিত্ত বিষয়-বাসনায় বিক্ষিপ্ত, তাহার পক্ষে শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? অর্থাৎ সে জন কেমন করিয়া চিত্তকে শ্রীভগবানে ধরিয়া রাখিতে পারে? অথচ সর্ব্বদা শ্রীভগবানে চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে না পারিলেও কেমন করিয়া অভয় লাভ করিতে পারে? তাহারই উত্তরে শ্রীকবি যোগীন্দ্র